ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত

‘উন্নয়ন শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা দুর্নীতি দমন কমিশনের আয়োজনে শনিবার (৯ডিসেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন ঝিনাইদহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক শফি উল্লাহ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রথীন্দ্রনাথ রায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহিদুর রহমান, সরকারি কেসি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. বি এম রেজাউল করিম, সরকারী নুরুন্নাহার মহিলা কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ এন এম শাহজালাল। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. সালমা ইয়াছমিন, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকুসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা, দুর্নীতিকে বৈশি^ক সমস্যা বলে সজ্ঞায়িত করে এর ভয়াবহতা মানুষের মাঝে প্রচার ও দুর্নীতিগ্রস্থদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে দুর্নীতি নির্মুল করার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে বেগম রোকেয়া দিবস

পালিত

‘নারীর জন্য বিনিয়োগ, সহিংসতা প্রতিরোধ’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে আান্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস পালিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নিলুফা ইয়াছমিন’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এতে জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশন ঝিনাইদহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক শফি উল্লাহ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রথীন্দ্রনাথ রায়, সরকারী নুরুন্নাহার মহিলা কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ এন এম শাহজালাল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী প্রমুখ।

সেসময় বক্তারা, নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে পরিবার থেকে রাস্ট্র পর্যন্ত সকলকে যার যার অবস্থান থেকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সেই সাথে নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির পরামর্শ দেন।

আলোচনা সভা শেষে জয়িতা অন্বেষণ বাংলাদেশ শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ঝিনাইদহের ১০ জন নারীকে সম্মাননা প্রদাণ করা হয়।

ঝিনাইদহে ইন্সুরেন্স অফিসে এক যুবককে আটকে রেখে মুক্তিপন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এছাড়াও এদের সাথে অজ্ঞাত আরও কয়েকজন যুবক ছিল বলে নয়নের পিতা জানিয়েছেন। দেবাশীষের যে ফোন দিয়ে নয়নের পিতার নিকট মুক্তিপন দাবী করেছিল ওই ফোনে (০১৭১৩৫৫৫৯২৬) যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

শৈলকুপায় পুলিশের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের হয়রানির অভিযোগ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলালের কর্মী সমর্থকদের ভীতি তৈরি করতে পুলিশী হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসন থেকে এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে শক্ত অবস্থানে রয়েছেন নজরুল ইসলাম দুলাল। তার জনপ্রিয়তায় ঈশ্বার্ণিত হয়ে বিরোধী পক্ষের ইন্ধনে তার কর্মী সমর্থকদের পুলিশ দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে অভিযোগ করেছেন।

বুধবার বিকেলে শৈলকুপার শেখপাড়া এলাকা থেকে নজরুল ইসলাম দুলালের সমর্থক জাসেবকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। জাসেব সাংবাদিকতার পাশাপাশি তার বাবার সারের ব্যবসা দেখাশোনা করেন।

সে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সর্মথক হওয়ায় তাকে হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আটক করা হয়েছে বলে এলাকাবাসী জানায়।

সাংবাদিক জাসেবের আটকের বিষয় নিশ্চিত করে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঠাকুর দাস মন্ডল জানান, ভুলক্রমে জাসেবকে আনা হয়েছে। নিরিহ ব্যক্তিকে কেনো পুলিশী হয়রানি করা হচ্ছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেন জানান, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন

যেন কোন ভাবেই বিতর্কিত না হয় সেটা নিয়ে নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট তৎপর। তারপরও নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পুলিশের এহেন অতি উৎসাহী হওয়া দেশে উৎসবমুখর নির্বাচনের পরিবেশকে বাঁধাগ্রস্থ করবে। তাই অচিরেই নির্বাচন কমিশনকে অতি উৎসাহী পুলিশ কর্মকর্তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে জানান তিনি।

ঝিনাইদহে কিন্ডারগার্টেনের বৃত্তি পরীক্ষা ৮ ও ৯ ডিসেম্বর

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এন্ড প্রিক্যাডেট স্কুল ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষা-২০২৩ আগামী ৮ ও ৯ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সারা দেশের ন্যায় ঝিনাইদহ জেলার অন্তর্গত ফাউন্ডেশনের আওতাধীন সকল প্রিক্যাডেট স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে ৮ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে এই পরীক্ষা শুরু হবে।

ফাউন্ডেশনের এই বৃত্তি পরীক্ষায় সদর উপজেলার ৩১টি কিন্ডারগার্টেন ও প্রিক্যাডেট স্কুলের বিভিন্ন শ্রেনীর ৮৩২ জন ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহন করবে। ঢাকাসহ সারাদেশে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ঝিনাইদহের অন্যান্য উপজেলাতেও এই পরীক্ষা যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। এবছর পরীক্ষার হল সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন শহিদুল ইসলাম এবং সহকারী হল সুপার হিসেবে থাকবেন মনিরুজ্জামান মানিক।

ঝিনাইদহে ১০ মামলার পলাতক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মানুষ অংশ নেয়। পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান, সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসনেসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তরা বলেন, ১৯৭১ সালের এই দিনে মুক্তিবাহীনি ও মিত্রবাহিনীর আক্রমনে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় পাকিস্তানি হানাদার ও তার দোসররা। আকাশে উড়ে লাল সবুজের স্বাধীন পতাকা। মুক্তির মিছিল ছড়িয়ে পড়ে জেলা থেকে গ্রাম ও গ্রামান্তরে।

ঝিনাইদহের দিনমজুর আসলাম হত্যা মামলার মূল আসামি গ্রেফতার

ঝিনাইদহের চাঞ্চল্যকর ক্লুলেস দিনমজুর আসলাম হত্যা মামলার মূল হত্যাকারী ও পরিকল্পনাকারী আসামী মোঃ সোহেলকে (৪০) গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

গত সোমবার মানিকগঞ্জ জেলার সদর থানার চান্দির চর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফকার করে। সোহেল ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দুধসর ইউনিয়নের দুধসর(চরপাড়া) গ্রামের আঃ রশিদের ছেলে।

র্য্যাব জানায়, আসলাম হত্যার ক্লুলেস হত্যা মামলার হত্যাকারী সোহেল মানিকগঞ্জ জেলার সদর থানার চান্দির চর গ্রামে অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে থেকে সোহেলকে গ্রেফতার করে র্যাব। গ্রেফতারকৃত আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদে আসলাম হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে।

উল্লেখ্য, গত ১৮ নভেম্বর ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ রামনগর গ্রামের একটি কলাবাগান থেকে দিন মজুর আসলামের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আসলামের মাথা, হাতের তালু ও কানের পাশে মারাত্মক জখমের চিহ্ন ছিল। এসময় ঘটনাস্থল হতে জামাকাপড় ও হত্যায় ব্যবহৃত একটি শাবল ও একটি কাচি উদ্ধার করে পুলিশ। দিনমজুর আসলাম পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার বহরামপুর

গ্রামের ফরিদুল ইসলামের ছেলে। নিহত আসলাম ঝিনাইদহ এলাকায় জীবিকা নির্বাহের জন্য দিন মজুরের কাজে আসছিলো। ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে আসলামের ভাই।

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে সড়ক দূঘটনায় নি*হ*ত ১

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে মোটরসাইকেল উল্টে আবু তালেব (৩২) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

আজ বুধবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে শহরের জিনিয়াস প্রি-ক্যাডেট স্কুলের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহত আবু তালেব উপজেলার হরিশপুর গ্রামের মোশাররফ হোসেনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে আবু তালেব তার ছেলেকে ভর্তির জন্য স্কুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। শহরের জিনিয়াস প্রি-ক্যাডেট স্কুলের সামনে ছেলেকে নামিয়ে দেন। এ সময় মোটরসাইকেল উল্টে তিনি সড়কে পড়ে যান। এতে তিনি মাথায় আঘাত পান। উদ্ধার করে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তিনি মারা যান।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনায় আবু তালেব মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পান। এছাড়া তার হার্টের সমস্যা আছে। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেলে পাঠানো হয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি মাহাবুবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস আজ

আজ বুধবার ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে পাক হানাদার বাহিনী ঝিনাইদহ ছেড়ে গেলে মিত্র বাহিনী, মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনী যৌথভাবে ঝিনাইদহ মুক্ত ঘোষণা করে। পাক হানাদারবাহিনী ঝিনাইদহ ছেড়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে রওনা হলেও তাদের একটি গ্রুপ শৈলকুপা বাজারে অবস্থান করে।

খবর পেয়ে মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনীর সাথে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনীর সাথে ২৬ ঘন্টা যুদ্ধ চলাকালে ৬০ রাজাকার ও ১৩ পাক আর্মি মারা যায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে তৎকালিন ঝিনাইদহ মহাকুমার এসডিপিও মাহবুবুর রহমান গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। তার নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়।

ঝিনাইদহের মহেশপুর কোটচাঁদপুর, কালীগঞ্জ ও হরিনাকুন্ডু থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে পাকবাহিনী ও তার দোসরা ৫ ডিসেম্বর রাত থেকে পিছু হটতে শুরু করে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকহানাদার বাহিনী গভীর রাতে মহেশপুর ও খালিশপুরের মহাসড়ক ব্রীজ, বিষয়খালি ব্রীজ উড়িয়ে দিয়ে ঝিনাইদহ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

৬ ডিসেম্বর তৎকালিন মুজিববাহিনীর জোনাল লিডার মরহুম বীরমুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আয়ুব হোসেন, আঞ্চলিক কমান্ডার জেডএম ফিরোজ, আব্দুর রহমান সুমন, থানা কমান্ডার আব্দুল হাই, ফয়জুর রহমান চৌধুরী, মকবুল হোসেনসহ জেলার মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনী সদস্যরা জেলা ও থানায় মুহুমুহু গুলিবর্ষন করে আনন্দ উল্ল¬◌াস করতে করতে থানা ও মহাকুমা সদরে প্রবেশ করে। সেই হিসাবে ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি স্মরনীয় দিন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করেছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন জানান, দিবসটি উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সংর্বধনাসহ দিন ব্যাপি নানান অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।